প্রতিবন্ধীদের সমাবেশে বিমান বসু

শিক্ষক পদে প্রতিবন্ধী নিয়োগে আইনী বাধা দূর করতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা, ৩রা ডিসেম্বর—প্রশ্ন সহানুভূতির নয়, প্রশ্ন মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর। যাঁদের জীবনে প্রতিবন্ধকতা অনেক বেশি, তাঁদের পাশে দাঁড়াতে হবে। রবিবার বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর উদ্যোগে আয়োজিত প্রতিবন্ধী সমাবেশে একথা বলেন রাজ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু। রানী রাসমণি রোডে আয়োজিত এই সমাবেশে রাজ্যের ১৯টি জেলা থেকে আগত প্রতিবন্ধী মানুষ, অভিভাবক ও স্বেচ্ছাসেবীরা অংশ নেন। সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক পুনর্বাসন ও সার্বিক সমন্বিতকরণ সুনিশ্চিত করার দাবি তোলা হয় এদিনের সমাবেশ থেকে।

সমাবেশে বিমান বসু বলেন, বিগত দু'দশক ধরে নিরলসভাবে কর্মপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনী। রাজ্যে প্রতিবন্ধীদের জন্য ১৪৩টি স্কুল গড়া হয়েছে। এই স্কুলগুলি আজ উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ। প্রতিবন্ধীদের জন্যই রাজ্য সরকারের উদ্যোগে রায়গঞ্জে একটি স্কুল গড়া হয়েছে। বিমান বসু এদিন বলেন, কয়েক বছর আগে হেলেন কেলার স্কুলে গিয়েছিলাম। দেখেছি প্রতিবন্ধী অংশের মানুষের জীবন সংগ্রাম।

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে আয়োজিত এই সমাবেশে এদিন পরিবর্তন করতে হবে। প্রতিবন্ধীদের শিক্ষকতার জীবিকা অর্জনে বাধা দূর করতে বিধি চাই। বিমান বসু বলেন, রাজ্য সরকারের সমাজকল্যাণ ও সর্বশিক্ষা এই দু'টি দপ্তর জড়িয়ে রয়েছে প্রতিবন্ধীদের সার্বিক কল্যাণমূলক কাজে। এই কাজে সরকারী তৎপরতার পাশাপাশি চাই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ।

সমাবেশে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সমাজকল্যাণ ও কারা দপ্তরের মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী, দমকলমন্ত্রী প্রতীম চট্টোপাধ্যায়, সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক প্রবীর সাহা প্রমুখ। রানী রাসমণি রোডে আয়োজিত এই সমাবেশেই এদিন শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে এসেছিলেন সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চল সন্দেশখালির লড়াকু মানুষ অশান্ত বর। সারা ভারত যোগাসন প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়া অশান্ত যে কোনোভাবেই প্রতিবন্ধী নন, তা বুঝিয়ে দিলেন এদিন সমাবেশে বেশ কিছু কঠিন যোগাসন প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে।

সুন্দরবনের আর এক প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এসেছিলেন রতন রায়। যে নদীর অপরদিকে বাংলাদেশ, সেই সীমান্তবর্তী নদী এলাকায় রতন রায় থাকেন। একটা ঝুড়ির মধ্যে একতাল মাংসের মতোই রতন রায়ের সারাদিনের অবস্থান। শারীরিক প্রতিবন্ধকতার দরুনই এই অবস্থায় যাঁর বছরের পর

সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক ও রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি। তিনি বলেন, প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতা অর্জনের পর শিক্ষকতার পদে যুক্ত হওয়ার প্রশ্নে রয়েছে আইনী বাধা। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে আইন পরিবর্তন জরুরী। এই প্রশ্নে বিমান বসু তাঁর বক্তব্যে বলেন, এই বিধান থাকা উচিত নয়। বিধান

বছর কেটে যায়, সেই রতন রায়ও কাজের মধ্যে যুক্ত আছেন। সারাদিনই মাছ ধরার জাল বোনেন তিনি। এদিন সমাবেশের মঞ্চে যখন বিমান বসুর কাছ থেকে তিনি নিচ্ছিলেন স্মারক ও সম্মানপত্র, তখনও তাঁর হাতে জাল বোনার কাঁটা। রাজ্যের ১৯টি জেলারই নির্বাচিত প্রতিবন্ধীদের হাতে এদিন কৃতিত্বের জন্য স্মারক ও সম্মানপত্র তুলে দেওয়া হয়।

Close

Print